তারিখ
পৃষ্ঠা কলাম
AUG 05 2002

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হচ্ছে না

□ শিগগিরই ছাত্রদলের নতুন আহ্বায়ক কমিটি

রাশেদ আহমেদ ॥ শেষ পর্যন্ত ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হচ্ছে না। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার অবস্থান থেকে সরে গেলেন। সম্প্রতি শিক্ষাঙ্গনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে ইতিবাচক সাড়া না পেয়েই তিনি গত পরিবর্তন করেছেন বলে জানা যায়।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনে সরকারের নৈতিক পরাজয়ের অভিজ্ঞতা থেকে প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদলের কার্যক্রম চালু করা ও সেই সঙ্গে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

জানা গেছে, খুব শিগগিরই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কার্যক্রমের ওপর থেকে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হবে।

বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ও স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমানকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের স্থগিতকৃত কেন্দ্রীয় কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি গঠনের দায়িত্ব দিয়েছেন। চলতি মাসেই ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হবে বলে বিএনপি সূত্র জানিয়েছে।

আহ্বায়ক কমিটি থেকে ছাত্রদলের বর্তমান সভাপতি নাসিরউদ্দিন পিন্টু ও সাধারণ সম্পাদক সাহাবুদ্দিন লাল্টুসহ অছাত্র নেতারা বাদ পড়ছেন। বর্তমানে ছাত্রদলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতাদের মধ্য থেকেই কমিটি গঠন করা হবে।

এ আহ্বায়ক কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য ইতোমধ্যেই ছাত্রনেতারা আমানউল্লাহ আমানের কাছে ধরনা দিচ্ছেন। আমান গত ৩ দিনে ছাত্রদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক ও কথাবার্তা বলেছেন।

বিএনপির অঙ্গ সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধির এই পদক্ষেপের মধ্য থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আপাতত সরকারিদল বিএনপি ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার উদ্যোগ নিচ্ছে না। আমানউল্লাহ ছাত্র ঃ পৃঃ ২ কঃ ৮

ছাত্র ঃ রাজনীতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আমান ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দের কাছে এ ধরনের কথাও বলেছেন বলে জানা যায়।

বিএনপি ক্ষমতায় বসার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রদলের কর্মকাণ্ড সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ছাত্রদলের ক্যাডার নেতা-কর্মীরা মস্তানি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে। এতে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। ১৭ই নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের বিবদমান দু' গ্রুপের সংঘর্ষে এক ছাত্র নিহত হয়। এর পরই ক্ষুব্ধ হয়ে প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত করে দেন। গত দু'মাস আগে বুয়েটে ছাত্রদলের দু' গ্রুপের মধ্যে আবার সংঘর্ষে এক মেধাবী ছাত্রী মারা যায়। পরে প্রধানমন্ত্রী ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দিয়ে বিষয়টি নিয়ে ঐকমত্য গড়ে তোলার জন্য বিরোধীদলের সঙ্গে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ক্ষুব্ধ হয়। ক্ষোভ প্রকাশ করে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ। এমনকি বিএনপির ৩ শরিক দলও প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার বিপক্ষে অবস্থান নেয়।

গতমাসে বর্তমান সরকারের গঠিত শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি তাদের প্রতিবেদনে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব দেয়। এর পরপরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী হলে পুলিশের নির্যাতনের ইস্যু নিয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের ফলে সরকার বাধ্য হয়ে উপাচার্য ও প্রক্টরকে পদত্যাগ করান; কিন্তু সরকারের নীতি নির্ধারক মহল অনুধাবন করেন, ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের রাজনীতি সক্রিয় থাকলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে পারতো না। এছাড়া যেহেতু কোন রাজনৈতিক দল তাদের ছাত্র সংগঠন বন্ধ করছে না— এ অবস্থায় কেবল ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত রাখায় ছাত্রসমাজের ওপর সরকার নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। এ কথা বুঝতে পেরে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আমানউল্লাহ আমানকে ডেকে ছাত্রদলের কার্যক্রম চাঙা করার নির্দেশ দেন।